দর্শনায় ছাত্র জনতার নির্যাতন ও বোমা হামলার প্রতিবাদে অবিভাবকদের মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় ছাত্র ছাত্রীরা দর্শনা বাজার থেকে স্বৈরাচার শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্টিত হয়।

এ মিছিলে ৪ আগস্ট কতিপয় দুর্বৃত্ত কতৃক ছাত্র জনতার উপর নগ্ন ও বোমা হামলার প্রতিবাদে অভিভাবকরা মানববন্ধন করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড চৌরাস্তার মোড়ে ছাত্র জনতার অবিভাকরা মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা করেছে। ঐদিন বিকাল ৫ টায় দর্শনা থানা এলাকায় নির্যাতনের স্বীকার ছাত্র জনতার অবিভাবক মা বাবা ভাই বোন ও আত্নীয় স্বজনেরা মানব বন্ধনে দাড়ালে দর্শনা -চুয়াডাঙা গামী ও দর্শনা -যশোরগামী পরিবহন সহ সব ধরনের যান বাহন চলাচল আধাঘণ্টার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এতে সাধারন মানুষ চলাচলে বিঘ্ন ঘটে সৃষ্টি হয় জানজোটের।

এ সময় ছাত্র জনতা দর্শনা বাসষ্ট্যান্ড বগ চত্তরে ৪ আগষ্টের কথা তুলে ধরে। এ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন রাজিব আহম্মেদ,সজিব হাসান,পলাশ আহম্মেদ,রুবেল হোসেন,সাইদুর রহমান লিংকন ও আঃ হাই মিয়া।

এ সময় বক্তব্যকালে বলেন স্বৈরাচারী শেখ হাসিনাসহ ২ আসনের সাবেক এমপি আলী আজগার টগরের গুন্ডা বাহীনী দিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের উপর যে হামলা চালিয়েছে তার সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচারের আওতায় আনতে হবে। ছাত্ররা আরও বলেন,ফ্যাসিস্ট সরকারের আলোচনা সমালোচনা করে বলেন ছাত্র জনতার প্রতিরোধে যেসব সন্ত্রাসীরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা ফের এলাকায় এসে আইন শৃংখলার অবনতি ঘটানোর চেস্টা করছে,তাদেরকে কঠোর হাতে দমন করতে হবে বলে হুসিয়ারি দেন।

দর্শনা কেরু ডিষ্ট্রিলারী থেকে চুরি ঠেকাতে ৪ স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার

চুয়াডাঙ্গা জেলার ঐতিহ্যবাহী কেরু চিনিকল এ চিনিকলে ৪টি কমপ্লেক্স নিয়ে গঠিত চিনিকলটি।এ চিনিকলের মৃল হচ্ছে দর্শনা ডিষ্ট্রিলারী। ইতিমধ্যে ডিষ্ট্রিলারী থেকে চুরি ঠেকাতে নানা মুখি পদক্ষেপ গ্রহন করেছেন নবাগত এমডি রাব্বিক হাসান।

দর্শনা কেরু শ্রমিক ইউনিয়নের নবাগত সাধারন সম্পাদক হাফিজুর ইসলাম হাফিজ বলেন,বর্তমানে কেরু ডিষ্টিলারীতে চুরি ঠেকাতে ৪ স্তরের নিরাপত্তা ব্যাবস্থা জোরদার করেছে। যে সব শ্রমিক কাজ করে ফরেনলিকার ও বাংলা মদের ফ্যাক্টরিতে তাদের প্রত্যকের চেকিং করে বেরোনো ও ঢুকনো হচ্ছে। এবং গেটে ৪ জন দারুয়ান রাখা হয়েছে। এসব নিরাপত্তা ব্যাবস্থা জোরদার করার ফলে বর্তমানে চুরি শুন্যের কোঠায় চলে এসেছে।এসব পদক্ষেপ গ্রহন করায় এমডি রাব্বিক হাসানকে সাধুবাদ জানিয়েছে শ্রমিক ইউনিয়ন ও সুধি মহল। দর্শনা কেরু ডিষ্ট্রিলারী থেকে ফরেনলিকার ও বাংলা মদ চুরি করার যতই চাতুরী ও কৌশল অবলম্বন করেন না কেন নিশ্চিত ধরা খাবেন চোরেরা ।

আজ দর্শনা কেরুজ ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান জানান, চোরেরা কেরু ডিষ্ট্রিলারী থেকে ফরেনলিকার বা বংলা মদ চুরি করার যতই চেষ্টা করুক না কেন ধরা খাবে নিশ্চিত। দীর্ঘদিন ধরে দর্শনা কেরু ডিষ্ট্রিলারী থেকে ফরেনলিকার ও বাংলা মদ চুরি হয়ে আসছে নানা কৌশলে। ফলে ফরেনলিকার ও বাংলা মদ চুরি বন্ধ করতে বেশ কিছু গোপন পদক্ষেপ নিয়েছেন কেরুজ নবাগত এমডি রাব্বিক হাসান।

তিনি আরো জানান দীর্ঘদিন কেরুজ মদ চুরি ঘটনা ঘটে চলেছে। ফলে এবার আমরা শুধু সিসিটিভি ক্যামেরা নয় বেশ কিছু গোপন পদক্ষেপ নিয়েছি। মদ চুরি করতে যত ধরনের কৌশল এবং ছলচাতুরতা অবলম্বন করুক না কেন আমারা ঠিক তাকে ধরে ফেলতে পারবো। এছাড়া তিনি চোরেদের উদ্যেশে সর্তক করে বলেন আগে যা করেছেন এখন থেকে ভাল হয়ে যান। সরকারী সম্পদ চুরি করে কেউ রেহায় পাবে না। ধরা পড়লে সাথে সাথে কঠোর হাতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সম্প্রতি ডিষ্ট্রিলারীর ইলেক্ট্রিক হেলপার আব্বাস আলীর বাক্সে ৬ বোতল ফরেনলিকার ও খালী

২টি মদের বোতল উদ্ধার হয়।

এ ঘটনায় কেরজ কর্তৃপক্ষ ৩ সদস্যর তদন্ত কমিটির মাধ্যমে তদন্ত করে আব্বাস আলীকে সাময়িক বরখাস্ত করেছেন। আগামীতে কেউ যদি মদ চুরি করে ধরা পড়ে তাহলে তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহন করবেন বলে জানান ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

দর্শনা কেরু চিনিকলে ১০ দিন পরে এলো টিএসপি সার ও কীটনাশক

চুয়াডাঙ্গা জেলার একমাত্র ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান দর্শনার ঐতিহ্যবাহী কেরু চিনিকল এলাকায় ইক্ষু রোপন ভরা মৌসুমে হঠাৎ করে টিএসপি সার, মাটিশোধন ও কীটনাশক চরম সংকট, দেখা দেয়।

এলাকার আখচাষী কৃষকরা গত সোমবার ২১ অক্টোবর বেলা ১১ টার দিকে কেরু চিনিকল মিল গেট কেরু সার গোডাউন থেকে সার না পেয়ে ফীরে যাচ্ছিল কৃষকরা।

ঐদিন সরজমিনে গিয়ে দেখা যায় আখ রোপনের জন্য অর্ধশতাধিক কৃষক সার না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। এরপরেও ২০/২৫ জন কৃষক সার আসবে ভেবে আলমসাধু ইজিবাইক ও পাখিভ্যান নিয়ে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। এ আখ রোপন ভরা মৌমুমে হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টির কারনে আখ রোপন ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে কেরু চিনকলের গোডাউন থেকে সার না পাওয়াই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে কৃষকরা। এ বিষয়ে বেশ কিছু পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। এরপর তৎক্ষনিক কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান তড়িৎ পদক্ষেপ নেয়। তিনি নিজ উদ্দ্যগে গতকাল বুধবার সার ও কীটনাশক সমস্যা সমাধান করেন।

গতকাল সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় একের পর এক ট্রাক ভর্তি সার কেরু গোডাউল এলাকায় প্রবেশ করছে। ফলে কেরু চিনিকল মিলগেট এলাকায় সার ও কীটনাশক সংকট সমস্যা নিরসন হয়েছে। ফলে আজ বৃহস্পতিবার থেকে সার সংকট থাকবে না বলে গোডাউন অফিসার মাহবুবুর রহমান জানান।

গতকাল বুধবার ৭টি ট্রাকে ৯৫ টন টিএসপি, ২শত টন এমওপি সার কেরু গোডাউনে মজুদ করা হয়েছে। এছাড়া গতকাল বুধবার ৩০০ শত টন ইউরিয়া সার পথের মধ্যে রয়েছে বলে জানান ঐ গোডাউন অফিসার। ফলে কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী এখন থেকে সার ও কীটনাশক পাবে। মিল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

দর্শনায় ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ মহিলা মাদক ব্যবসায়ী আটক

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩২বোতল ফেনসিডিল ও ১শ ৭০ গ্রাম গাঁজাসহ তাসলিমা খাতুনকে (৩০)আটক করেছে। আটককৃত তাসলিমা খাতুন দর্শনা পৌরসভার রামনগর গ্রামের ফরজ আলীর স্ত্রী।

জানাযায় গতকাল বুধবার সন্ধা সাড়ে ৬ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে অভিযান চালায় রামনগর গ্রামে। এ সময় দর্শনা থানার এস আই অনুজ কুমার সরকার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় রামনগর গ্রামের ফরজ আলী ওরফে সবুজ এর বসত বাড়ীর শয়ন কক্ষে। সেই সময় পুলিশ তার ঘরের কক্ষ থেকে ৩২ বোতল ফেনসিডিল ও ১শ ৭০ গ্রাম গাঁজাসহ তাসলিমাকে আটক করে।

আটককৃত তাসলিমাকে এসআই অনুজ কুমার সরকার বাদি হয়ে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্টে সোপর্দ করবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গায় ৬ বিজিবির অভিযানে ৬টি স্বর্ণের বার উদ্ধার

বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) এর সদস্যরা চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ৮৭০ গ্রাম ওজনের ৬টি স্বর্ণের

বার উদ্ধার করেছে।

আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬ টার সময় বিজিবির চুয়াডাঙ্গা-৬ ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে গণমাধ্যম কর্মীদেরকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বিজিবি সদস্যরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার অন্তর্গত হুদাপাড়া মাছপাড়া নামক স্থান দিয়ে স্বর্ণের একটি চালান পাচার করা হবে। এ সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা-৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমানের পরিকল্পনা এবং দিক-নির্দেশনা মোতাবেক হুদাপাড়া বিওপির টহল কমান্ডার হাবিলদার মো. মজনুল করিম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সীমান্তের ৯৫/৩-এস পিলার হতে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাছপাড়া নামক স্থানে অবস্থান নেয়। দুপুর পৌনে ২ টার সময় সন্দেহভাজন এক ব্যক্তি মোটরসাইকেলযোগে উক্ত এলাকা দিয়ে সীমান্তের দিকে যেতে দেখে বিজিবি সদস্যরা তাকে চ্যালেঞ্জ করে।

এ সময় চালক মোটরসাইকেলটি ফেলে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে বিজিবি সদস্যরা চোরাকারবারীর ফেলে যাওয়া মোটরসাইকেল তল্লাশি করে মোটরসাইকেলের সাইলেন্সার পাইপের মধ্যে অভিনব কায়দায় লুকায়িত অবস্থায় স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো ১টি প্যাকেট উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত প্যাকেটের ভেতর থেকে ৮৭০ গ্রাম ওজনের ৬টি স্বর্ণের বার জব্দ করে। জব্দকৃত স্বর্ণের বারগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় প্রণোদনার সার-বীজ পেল সাড়ে ৪ হাজার কৃষক

আলমডাঙ্গা উপজেলায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৪ হাজার ৫২০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে রাসায়নিক সার ও ভুট্রা ও সরিষার বীজ বিতরণ করা

হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে রাসায়নিক সার ও বীজ বিতরণ করা হয়।

এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদি ইসলাম।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা রেহানা পারভিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা মাহমুদুল হক আলম, উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি) তৌহিদুল ইসলাম, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জিয়াউল হক, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, মহিলা তথ্য আপা স্নিগ্ধা দাস।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদি ইসলাম জানান, ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে সরকার রবি মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে ৪ হাজার ৫২০ জন কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, ২০২৪-২৫ মৌসুমে ভুট্রা উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রতি কৃষককে বিঘা প্রতি ২ কেজি ভুট্রা বীজ ও ২০ কেজি রাসায়নিক ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রতি বিঘা সরিষা চাষের জন্য ১ কেজি সরিষা বীজ ও ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার বিতরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর যুবদলের উদ্যোগে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল

আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী কর্তৃক হামলায় নিহত আলমডাঙ্গা পৌর যুবদলের আহবায়ক শহীদ আব্দুল হাই বল্টুর ১২ তম শাহাদৎ বার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (২৮ অক্টোবর) আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর যুবদলের উদ্যোগে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলে উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক মীর আসাদুজ্জামান উজ্জ্বলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরীফুজ্জামান শরীফ।

এসময় তিনি বলেন, রাত পোহালে ঈদ, সবাই ঈদের আনন্দ আর বাড়ির ছোট ছোট ছেলে- মেয়েদের পছন্দের কেনাকাটা নিয়ে ব্যস্ত । আর আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা খুনের নেশা ঈদের চাঁদরাত্রে আলমডাঙ্গা পৌর যুবদলের আহবায়ক শহীদ আব্দুল হাই বল্টুকে কুপিয়ে হত্যা করেছিল। তারা দীর্ঘ ১২ বছর এই শহরে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেরিয়েছে। তাদের বিচার হয়নি। এখন সময় এসেছে। আমরা দ্রুত আব্দুল হাই বল্টু খুনিদের গ্রেফতার করিয়ে আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য সর্বচ্চো ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আক্তার হোসেন জোয়ার্দ্দার, উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক আমিনুল হক রোকন, পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, সাধারন সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু, সাবেক কেন্দ্রীয় যুবদলের সদস্য এমদাদুল হক ডাবু, জেলা জাসাসের সাধারন সম্পাদক সেলিমুল হাবীব সেলিম, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, রাশেদুল ইসলাম, পৌর সহসাধারন সম্পাদক মহাবুল হক মাস্টার, আসিফ আল নূর তানিম, মকলেছুর রহমান মিলন, পৌর সাংগঠনিক আলী আজগর সাচ্চু, জেলা যুবদলের সাধারন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ঝন্টু, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ মো: রাজিব খাঁন, জেলা ছাত্রদলের সাধারন সম্পাদক মোমিন মালিথা, যুগ্ম সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম বিশ্বাসের উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক আহবায়ক সেকান্দার আলি,কুমারী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব রফিকুল ইসলাম, যুগ্ম আহবায়ক চৌধুরী জাহাঙ্গীর আলম বাবু, রাসেল, জিহাদ, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব সাইফুদ্দিন কনক, যুগ্ম আহবায়ক খন্দকার আব্দুল কাদের, হাফিজুর রহমান, ২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান চমক, সাধারন সম্পাদক আব্দুল হক মিন্টু, সংগঠনিক সম্পাদক জসিম, পৌর ৫নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি রশিদ মালিথা,উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক এমদাদ হোসেন,

সদস্য সচিব রাজু আহমেদ রাজিব, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকারিয়া ইসলাম শান্ত, উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক জাহিদ হাসান শুভ, সদস্য সচিব আল ইমরান রাসেল, পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক আতিক হাসনাত রিংকু, সদস্য সচিব মাহমুদুল হক তন্ময়, যুগ্ম আহবায়ক রাজু আহম্মেদ, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব জাহাঙ্গীর আলম লিমন, আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপির অঙ্গসংগঠনের সকল নেতাকর্মি উপস্থিত ছিলেন।

স্মরণসভা শেষে আলমডাঙ্গা পৌর যুবদলের আহবায়ক শহীদ আব্দুল হাই বল্টুর আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা ওমর ফারুক।

আলমডাঙ্গায় গাঁজা সেবনের অপরাধে যুবকে তিন দিনের কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গা পৌর শহরে গাঁজা সেবনের অপরাধে আকাশ নামের এক যুবকের তিন দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত আকাশ
(২১) উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের গোপালনগর গ্রামের হারুনের ছেলে।

আজ সোমবার বেলা ১২ টার দিকে পৌর শহরের হাউসপুর এলাকায় গাঁজা সেবনের সময় হাতেনাতে আকাশকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ মেহেদি ইসলাম এ কারাদণ্ড দেন।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান বলেন, সাজাপ্রাপ্ত আকাশকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

দর্শনা বন্দরে বিজিবি-বিএসএফ সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত

দর্শনা বন্দরের বিপরীতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের গেদে বিজিবি-বিএসএফ সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বিএসএফ এর আহবানে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর পৌনে দুইটায় এ বৈঠক শুরু হয়। বিকেল পৌনে তিনটা পর্যন্ত বৈঠক চলে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর প্রতিপক্ষ ৩২ বিএসএফ গেদে ক্যাম্পে বিএসএফের আহবানে সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে সৌজন্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিজিবির পক্ষে নেতৃত্ব কুষ্টিয়া সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মারুফুল আবেদীন বিজিওএম। বিএসএফ এর পক্ষে নেতৃত্ব দেন কৃষ্ণনগর সেক্টর কমান্ডার ডিআইজি সঞ্জয় কুমার।

এ বৈঠকে বিজিবির ১০ জন এবং বিএসএফ’র ১২ জন কর্মকর্তা অংশ নেন। বিজিবির কর্মকর্তারা গেদে ক্যাম্পে পৌঁছুলে বিএসএফ’র সেক্টর কমান্ডার বিজিবি সেক্টর কমান্ডার কে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও গার্ড সালামী প্রদান করেন। এরপর গেদে বিএসএফ ক্যাম্প কনফারেন্স হলে সৌজন্য সাক্ষাৎ এর আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়।

এতে বিজিবি সেক্টর কমান্ডার বলেন, সীমান্ত বিষয়ক ১৫০ গজের মধ্যে যেকোনো কার্যক্রমে আমাদের বর্ডার গাইডলাইন ১৯৭৫ অনুসরণ করতে হবে এবং সীমান্ত হত্যা জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করতে হবে। সীমান্তে, মাদক, মানব পাচার রোধে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী তৎপর থাকতে হবে। তাছাড়াও যে কোন সমস্যার সমাধানে বিওপি এবং কোম্পানি পর্যায় থেকে শুরু করে উদ্ধতন মহল পর্যন্ত আলাপচারিতা এবং সৌজন্য সাক্ষাতের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। এ সময় বিএসএফ কমান্ডার একমত পোষণ করেন।

পরবর্তীতে একে অপরের মঙ্গল কামনা করে উভয় দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করে শান্তিপূর্ণভাবে বৈঠক শেষ হয়।

বিজিবির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন অধিনায়ক (৫৮ বিজিবি) লে. কর্নেল আজিজুস শহীদ, সেক্টর জিএসও টু মেজর মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, ৬

বিজিবির ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর কাজী আসিফ ইকবাল প্রমুখ। বিএসএফের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন ৮ বিএসএফ ব্যাটালিয়ান কমান্ড্যান্ট বিএম আরো, ৬৮ বিএসএফ ব্যাটেলিয়ান কমান্ড্যান্ট বিপেন পান্থিরায়, ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়ান কমান্ডেন্ট সুজিত কুমার প্রমুখ।

দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুর রহমান সবুজ ও যুবদলের সদস্য মাহফুজুর রহমান জনি কে অতর্কিত হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সন্ধা ৭ টার দিকে উপজেলা যুবদলের উদ্যোগে এ বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিলটি উপজেলা চত্বর থেকে বাস স্ট্যান্ড মোড় ঘুরে দেউলী হয়ে বিএনপির অস্থায়ী দলীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

বিক্ষোভ শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন থানা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আবুল হাসেম, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুবদলের যুগ্ন-আহ্বায়ক আরিফুল রহমান আরিফ।

এ সময় বক্তারা বলেন আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে দেশ অস্বস্তিশীল হয়ে পড়ে পরে ছাত্র জনতার আন্দোলনে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তারপরও তাদের ষড়যন্ত্র শেষ হচ্ছে না। এখানে ওখানে ঘাপটি মেরে বসে থেকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে। এই ষড়যন্ত্র যাতে করতে না পারে সেদিকে বিএনপি যুবদল ছাত্রদল, তথা বিএনপি’র সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে সজাগ থাকতে হবে।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনসার আলী, যুবদলের সদস্য ইকরামুল মেম্বার এজাজুল হক, আমিনুল ইসলাম রশিদ, মাহফুজুর রহমান

জনি, কবির, আব্দুল কাদের, মানিক, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব এম ডি কে সুলতান, উপজেলা যুবদলের নেতা ইমতিয়াজ হোসেন, শওকত আলী, জাহিদ, হাসান, লাবলু, রানা, মামুন, মুর্শিদ বিন সজল, মহসিন, আরিফ, শামীম, শিলং, দেলোয়ার, এনামুল, রনি, শাহাবুদ্দিন, কাউসার, বাদশা, আব্দুর রশিদ, জাহিদুল, আমির হামজা, আলামিন, খালিদ, সম্রাট, রবিউল, জাহিদুল, লাল, লালন, মামুন, জাহাঙ্গীর, বাদশা প্রমূখ।